|  |
| --- |
| **কৃষি মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি খাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০.৬২% কৃষি ও কৃষি কাজে নিয়োজিত বিধায় এ খাতের উন্নয়ন ব্যতিত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সরকার কৃষিক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং জাতীয় কৃষি নীতির আলোকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি আহরণ, উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ফসল খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কৃষি খাতে বাজেটের একটি বড় অংশ উন্নয়ন সহায়তা ও প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করছে। এছাড়াও কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০% ক্যাশ ইনসেনটিভ, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎচালিত সেচ যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০% রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। ডাল, তৈলবীজ এবং মসলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কৃষি ঋণের সুদের হার ৮% থেকে হ্রাস করে ৪%-এ পুন:নির্ধারণ করেছে।

**১.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ ও ১৬ অনুচ্ছেদে মেহনতি মানুষ তথা কৃষক ও শ্রমিকদের সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি এবং নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার যে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার তা প্রতিপালন সম্ভব হবে কৃষি বিপ্লবের বিকাশের মাধ্যমে। তাই রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৌলিক দায়িত্ব হলো মেহনতি মানুষ, কৃষক ও শ্রমিককে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্ত রাখা এবং নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মধ্যে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা। কৃষি মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট বলেই দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

**1.3 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট:**

* কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম;
  + কৃষি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি;
  + কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন;
  + কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন;
  + ক্ষুদ্র সেচ সম্প্রসারণ কার্যক্রম।

**২.০ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

**জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮**

দেশের মোট মানব সম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী। সে জন্য সরকারি চাকরি ও কৃষিক্ষেত্রে আরো অধিক সংখ্যক নারী কৃষক এবং কৃষি শ্রম-শক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু কৃষি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীর অবদান রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কৃষি সংক্রান্ত আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নারীকে অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের করণীয় নিম্নরূপ:

* **নারীর ক্ষমতায়ন:** পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান কর্মকাণ্ড উন্নয়নে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। কৃষি শিক্ষা, গবেষণা সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হবে এবং কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;
* **উৎপাদন ও বিপণনে অংশগ্রহণ:** সরকার কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে, বিশেষত: কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে, যাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। কৃষিতে নারীর প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। কৃষি প্রযুক্তি প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণকে সহজতর করা হবে এবং বিভিন্ন প্রকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড, যেমন-প্রশিক্ষণ, কৃষক সমাবেশ ও কর্মশালায় নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
* **আয়ের সুযোগ সৃজন:** কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড, যেমন-বসত বাড়িতে বাগান, ফসল কর্তনোত্তর কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারী, মৌমাছি পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার অন্যান্য কৃষকের সাথে নারীকেও ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। সরকার ক্ষুদ্র আকারের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করবে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

**জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১**

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
* নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা;
* সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;
* নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; এবং
* নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

8ম **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা**

বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষি দ্রব্য খাদ্যে রূপান্তর ও পুষ্টি নিরাপত্তায় মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদনের সকল পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে মহিলাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিবর্তিত ও উদ্ভুত মূল্য সংযোজনসহ নতুন বাজার ব্যবস্থাপনার সুযোগ গ্রহণের জন্য মহিলাদের তথ্য, ঋণ ও অন্যান্য ব্যবসা, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান ও উন্নয়ন সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় রাখার নিমিত্ত অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ আয় বর্ধক কাজে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার বিষয়ে মহিলাদের জন্য বিশেষ নীতি ও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

* মহিলাদের স্বাচ্ছন্দ প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন;
* ব্যবসা ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক অংশগ্রহণ;
* ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
* সমন্বিত কার্যক্রম এবং বাজার সংযোগ;
* গৃহস্থালি কৃষিতে মূল্য সংযোজনের সহায়ক কৌশল;
* কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক নিয়োগ এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং
* কৃষি কাজের সময় মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখা।

**টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা**

নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মূলতঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের। একই সাথে নারীদের কৃষিক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সমতা আনয়ন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীদের আয় বৃদ্ধির বিষয়টিও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভুক্ত নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীসমূহ নিম্নরূপ:

* সকল মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও ক্ষুধার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সারা বছর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা;
* ২০২৫ সালের মধ্যে বয়:সন্ধিকালের মেয়েদের, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল প্রকার অপুষ্টি দূরীকরণ;
* ২০৩০ সালের মধ্যে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী, পারিবারিক কৃষক, পশু ও মৎস চাষীদের কৃষিজ উৎপাদন ও আয় দ্বিগুন করা;
* ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ, আর্থিক সেবা, বাজার সুবিধায় সমান অধিকার নিশ্চিত করা; এবং
* মূল্য সংযোজন ও অকৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা।

**3.০ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ**

* **ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি**: উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি চাষী পর্যায়ে পৌঁছানো এবং খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে প্রচারণা জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকাশনা এবং প্রদর্শনী-মেলা-র‍্যালী-সেমিনার-কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে নারীদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নারী ও শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে। কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবায় নারীর সম্পৃক্ততা তাদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে ও ভুমিকা পালন করছে।
* **কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা (affordability) ও সরবরাহ বৃদ্ধি**: নির্ধারিত মূল্যে সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর সহজলভ্যতা বৃদ্ধির ফলে নারীদের কৃষি কাজে অধিক হারে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
* **কৃষি ভূ-সম্পদ ভিত্তি (Agricultural land resource base) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ** : জৈব ও কম্পোস্ট সার তৈরিতে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে।
* **কৃষি পণ্যের সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা**: কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং *কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সুবিধা সম্প্রসারণের করার কারণে* এগ্রো প্রসেসিং ও এগ্রি বিজনেসে কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে । এ সকল কার্যক্রমের ফলে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

* **উন্নত শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, র‌্যালি, মেলা, গণমাধ্যমে প্রচার):** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে কৃষক/কৃষাণীদের মাঝে সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষকদের পাশাপাশি প্রায় ৩৫% নারী শ্রমিককে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, র‌্যালি, কৃষি মেলা আয়োজন এবং ই-কৃষি তথ্য সেবার মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।
* **ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার:** ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে নারী শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
* **ফসল আবাদে জৈব সারের সর্বোত্তম ব্যবহার:** মাটির গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখা, উর্বরতা বৃদ্ধি, রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা হ্রাস এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জৈব সার, সবুজ সার, জীবাণু ও কেঁচো সার উৎপাদনে নারী শ্রমিকের সম্পৃক্ততা অনেক বৃদ্ধি পায়।
* **মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং বীজের সঠিক মান নির্ধারণ:**  অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন ও পারিবারিক পুষ্টি বাগান কার্যক্রমে প্রায় ৩০% নারী শ্রমিককে সম্পৃক্ত করা হয়।

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ :**

|  | **কর্মচারী (%)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **২০২2-23** | | **২০23-২4** | |
| **পুরুষ** | **নারী** | **পুরুষ** | **নারী** |
| **প্রশাসন** |  |  |  |  |
| সচিবালয় | ১৬৭ | ৫১ |  |  |
| **অন্যান্য দপ্তর** |  |  |  |  |
| কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ১৬১৮১ | ২৬৯০ |  |  |
| বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সি | ২২৪ | ৬৬ |  |  |
| তুলা উন্নয়ন বোর্ড | ৪৪০ | ৫৮ |  |  |
| কৃষি তথ্য সার্ভিস | ১৮৯ | ৩৪ |  |  |
| কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | 477 | 77 |  |  |
| মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিটিউট | ৪৮৭ | ১১৫ |  |  |
| বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৬৩৬ | ৬৩ |  |  |
| বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৫০০ | ১১৭ |  |  |
| বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | ৭৭২ | ৪০ |  |  |
| বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৩৩৭ | ৬১ |  |  |
| বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | ৬৪ | ১৩ |  |  |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল | ১৬৬ | ২৫ |  |  |
| বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট | ৯৪ | ১১ |  |  |
| বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | ২৬৫১ | ৩১০ |  |  |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | ১৭৯৬ | ৩৯৭ |  |  |
| বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট | ২৭৫ | ৩২ |  |  |
| **মোট**  **(%)** | **25456**  **(85.95)** | **4160**  **(14%)** |  |  |

**5.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান :**

* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা ১৬,81,606, যার মধ্যে ৩,২৭,২৮২ জন নারী (১৯.৪৬%);
* কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১,৭৯,৭৪০ জন কিষান-কিষাণীকে ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস, ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৩,৯২২ জন (৩০%) নারী।
* বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪১,467 জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২1,895 জন নারী (৫2.80%)।

**5.৩** মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা (বিগত তিন বছরের জাতীয় বাজেট এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারীর হিস্যা এখানে ছক আকারে উপস্থাপন করা হয় যা অর্থ বিভাগের RCGP database হতে সরাসরি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে)

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.0 বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১** **বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র**

| **ক্রমিক নং** | **নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | কৃষি কাজে নিয়োজিত মহিলাদের কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান | মহিলাদের কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। |
| ২ | কৃষকদের ন্যায় কৃষাণীদের কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা, ন্যূনতম জামানতে ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষি ঋণ ও এ খাতের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ | দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল শস্যের চাষাবাদে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এবং ঋণ গ্রহীতার শতকরা ৬০ ভাগই নারী। এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । |
| ৩ | বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মাশরুম উৎপাদন ও সংরক্ষণ, হর্টিকালচার বীজ উৎপাদন, নার্সারী বাগান পরিচালনা, ফুলচাষ, বসতবাটিতে বাগান সৃজন, শাকসবজি ফলন, জৈব ও কম্পোস্ট সার তৈরী, শাক-সবজি ও ফলমূলের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে মহিলাদের প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | বি.এ.আর.সি.সহ বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রমে বসতবাটিতে সবজি চাষ, শাক সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলাদের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে নারী কৃষকের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। |
| ৪ | উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিদ্যমান ও নতুন বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ | ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে কমিউনিটি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য নারী। উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৩,৯২২ জন মহিলাকে বাজার পরিস্থিতি, ভ্যালু এডিশন ও পণ্যের মূল্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৫ | বন্যা ও খরা কবলিত এবং লবণাক্ত ও উপকূলীয় এলাকাসমূহের দুস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান | দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। |
| ৬ | এগ্রো প্রসেসিং ও এগ্রি বিজনেস এ মহিলাদের অধিক হারে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩,২৭,২৮২ জন মহিলাকে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, ফসল সংরক্ষণ ও সংগ্রহ উত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশ এগ্রি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প এর আওতায় কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪১,467 জন উদ্যোক্তার মাঝে ৪২০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রায় ৫২.৮০% নারী উদ্যোক্তা। বহুমূখী পাট পণ্য উৎপাদনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পর্যায়ের নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৭ | কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়ন প্রকল্প-কার্যক্রম-কর্মসূচি গ্রহণে জেন্ডার ইস্যু বিবেচনায় রাখা | কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে জেন্ডার ইস্যুকে বিবেচনায় রেখে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তে ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প হতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য জেন্ডার সমতা অর্জন কৌশলপত্র প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। |
| ৮ | মহিলাদের সকল প্রকার কৃষি সহায়তা সেবা প্রদান, যাতে তারা কার্যকরভাবে বসত বাড়ির আঙ্গিনায় চাষাবাদ করতে সক্ষম হয়। | বসতবাড়িতে সবজি ও ফলমূল চাষের জন্য কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে । |

**6.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

* **ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূর্ণ বয়স্ক নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার ফলে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন তথা খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নারীদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং নারী ও শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে। কৃষিতে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম যথা: বসত বাড়ীতে ফলমূল, শাক-সব্জীর চাষ, বীজ উৎপাদন ও বাগান সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* **কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ** বৃদ্ধি: ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে নারীদের কৃষিকাজে অধিক হারে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
* **কৃষি ভূ-সম্পদ ভিত্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ:** জৈব ও কম্পোস্ট সার তৈরিতে মহিলাদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* **কৃষি পণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দক্ষ বিপণনে সহায়তা:** এগ্রো প্রসেসিং ও এগ্রি বিজনেস কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্যভিত্তিক করায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

**6.৩ নারী উন্নয়নে গৃহীত কোন প্রকল্প/কর্মসূচি Impact evaluation/IMED evaluation/project completion report এর পর্যবেক্ষণ:**

* খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কৃষি কাজে অংশগ্রহণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন তথা খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মে নারীদের সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং নারী ও শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সুযোগ আরো বাড়ছে। কৃষিতে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম যথাঃ বসত বাড়ীতে ফলমূল, শাক-সবজির বাগান, ফসল বর্ধন কার্যক্রম, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও ১৬টি উপ-কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৬৪টি জেলায় ৩৮,০৮৫ জন নারীকে মাশরুমভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। “**নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন”** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬০টি Growers Market এবং ১৫টি Wholesale Market এ নারীদের জন্য আলাদাভাবে দোকানের জায়গা (Women’s corner) বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পুরুষের পাশাপাশি দলগতভাবে প্রায় ৩,০০০ জন নারীকে কৃষিপণ্য বিপণনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তিতে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।
* কৃষি খাতে শস্য উৎপাদনে নারীর ব্যাপক অবদান রয়েছে এবং বিষয়টিকে কৃষি মন্ত্রণালয় যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। এ বিষয়ে মহিলাদেরকে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নারী বিজ্ঞানীকে দেশে এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ফলশ্রুতিতে কৃষি খাতে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক নারী উৎসাহিত হচ্ছে এবং কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক অবদান রাখছে।

**6.৪** কৃষিক্ষেত্রে নারীর মজুরীবিহীন শ্রম: কৃষি খাতে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর ব্যাপক অবদান রয়েছে। বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ,শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বসত বাটিতে শাকসবজি চাষ ও ফলমূলের বাগান তৈরী প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। তবে নারীর মজুরি বিহীন এ সকল কার্যক্রমের যথাযথ স্বীকৃতি নেই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর মজুরি বিহীন এ সকল কার্যক্রমের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন।

**6.৫** **নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমে নারীর সাফল্যগাঁথা**

|  |
| --- |
| **কৃষিতে একজন নারীর সাফল্যগাঁথা**  জনাব মায়া রানী বাউল, স্বামী-স্বামী জগদীশ চন্দ্র বাউল, গ্রাম-কান্দামাত্রা, উপজেলা-নবাবগঞ্জ, জেলা ঢাকা একজন দক্ষ ও পরিশ্রমী কিষানি। প্রায় ০৪ হেক্টর জমিতে পরিবেশবান্ধব নিবাপদ সবজি উৎপাদন, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, জৈব সার উৎপাদন এবং ডেইরি ফার্মের মাধ্যমে গবাদিপশু ও দুধ উৎপাদন করে মানসম্পন্ন কৃষি পণ্যের জোগান অব্যাহত রেখেছেন। খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি নারী শ্রমিকসহ অন্যান্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্ঠি করেছেন। তিনি এলাকায় নারীদের উন্নত কৃষির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। বর্তমানে তার ডেইরি ফার্মে গাভি/বকনা/বাছুরের সংখ্যা ৮০টি। প্রতিদিন গড়ে ৩০০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়। খামারে ১৪০ জন নিয়মিত/অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োজিত আছেন। ডেইরি ফার্ম হতে প্রতি বছর ৮,০০,০০০/- টাকা নিট আয় হয়।  কৃষি উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মায়া রানী বাউল কে “বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪” স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।  F:\Sohel\Gender Budget\2022-23 Gender Budget\WhatsApp Image 2022-04-10 at 11.40.25 AM.jpeg  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী পুরস্কার প্রদান করছেন। |

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* কৃষি উপকরণ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির স্বল্পতা;
* উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার অভাব;
* বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব;
* প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার কৃষি সহায়তা সেবার স্বল্পতা;
* সামাজিক বাঁধা।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চাষাবাদ উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
* নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি কার্যক্রমের উপর বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;
* নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় নারীর অংশগ্রহণ এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক খামার, শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান;
* সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় পুরুষের পাশাপাশি নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করা;
* পরিবারে ও উৎপাদনশীল কাজে নারী ও পুরুষ যাতে সমানভাবে দায়িত্ব পায় সেদিকে গুরুত্বারোপ করে **সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার** কার্যক্রম পরিচালনা;
* কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান, তাঁদের উদ্যোগী ও প্রশংসিত কাজ নিয়ে গণমাধ্যম ব্যবহার করে ভাবমূর্তি বাড়ানো এবং গণমাধ্যমকে আরো বেশি জেন্ডার বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন প্রচারণা চালানো এবং কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এ গুলো প্রদর্শন করা।